যুগান্তর

NOV. 19 2001

পৃঃ ১৫ কলাম ১

ডাকসু নির্বাচন আদৌ হবে কি?

চাকসু, রাকসু, জাকসু নির্বাচন হচ্ছে না ১০ বছর ধরে

ফয়জুল্লাহ মাহমুদ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ইউকসু ও ঢামেকসু নির্বাচন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলেন তাদের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ প্রতিনিধি। এসব ছাত্রনেতা আগামী এক বছর এ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় অংশ নিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমুন্নত রাখবেন। গত ৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ইউকসু নির্বাচন। নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সংসদে আসন ভাগাভাগি করে নেয়। নির্বাচিতরা হচ্ছেন ভিপি মোঃ গোলাম মোর্শেদ প্লায়ন (ছাত্রদল), জিএস হাসিব মোস্তাবসির হাসিব (ছাত্রদল), নূরুল হাসান উল্লাস (ছাত্রলীগ), আপ্যায়ন সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ইমন (ছাত্রদল), ক্রীড়া সম্পাদক এনাম আহমেদ (ছাত্রলীগ), বার্ষিকী সম্পাদক তাবাসসুম মাহসাবিন মুমু (ছাত্র ইউনিয়ন) এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জোহরা আক্তার পপি (ছাত্রফ্রন্ট)। এছাড়া সাতটি হল সংসদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ছাত্রদলের অধিকাংশ প্রার্থী বিজয়ী হন। এছাড়া কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থীও বিজয়ী হয়েছেন। তবে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রশিবির কোন পদে বিজয়ী হতে পারেনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ (ঢামেকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ নভেম্বর। এ নির্বাচনে ছাত্রলীগ অংশ নেয়নি। ছাত্রদল নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রশিবিরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়। নির্বাচিতরা হলেন– ভিপি জাভেদ আহমেদ, জিএস মোঃ মাহমুদুর রহমান নোমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাকলায়েন রাসেল, সমাজকল্যাণ সদস্য রোকসানা হোসেন চন্দন ও সামিউল ইসলাম, কমনরুম সম্পাদক মোঃ এজাজ বারী চৌধুরী, কমনরুম সদস্য হাসান মাহমুদ ভূঁইয়া উপল ও সাইফুল ইসলাম শাকিল, সাহিত্য সম্পাদক লুৎফুর রহমান বিপু, সাহিত্য সদস্য খুরশীদ জাহান শিউলি ও এসএম জাহিদুল কুতুব তন্ময়, আপ্যায়ন সম্পাদক মোঃ জিয়াউর রহমান, আপ্যায়ন সদস্য মোঃ আশিকুর রহমান ও মোঃ মশিউর রহমান পাপ্পু, অ্যাথলেটিক্স সম্পাদক ফারুক ইশতিয়াক সোহাগ, অ্যাথলেটিক্স সদস্য মাহবুবুর রহমান ও একেএম ফাহমিদ নোমান পলাশ এবং ক্রীড়া সম্পাদক ইয়াসির আরশাদ রাজন, ক্রীড়া সদস্য নাহিদ হাসান ও শফিউল ইসলাম। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদের এসব নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ খেলাধুলা, ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা, উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ছাত্র সংসদ সহশিক্ষা কার্যক্রম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য গুণাবলী যথাযথ প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি এরাই ভবিষ্যতে জাতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পান। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাখা কমিটির নেতাদের বাছাই করা হয়। কাউন্সিলের মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও তা সংগঠনের নির্দিষ্ট দায়িত্ববান ব্যক্তিরা তাদের নেতা নির্বাচন করেন। কিন্তু ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সব দলমত ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে প্রার্থীদের নির্বাচিত হতে হয়। জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহারের মতো তাদেরও ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা করতে হয়। নির্ধারিত মেয়াদের কর্মকাণ্ডের জন্য তারা দায়বদ্ধ থাকেন শিক্ষার্থীদের কাছে। কেননা মেয়াদ শেষে আবার নির্বাচিত হতে তাদেরও শিক্ষার্থীদের কাছে ফিরে যেতে হয়। এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্রের চর্চা চলে। এখানেও রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবছর ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিধান থাকলেও তা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। ইউকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দীর্ঘ আড়াই বছর পর। ঢামেকসু নির্বাচন হয়েছে সাড়ে ৬ বছর পর। আর এদেশের সফল গণআন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি গত ১১ বছর ধরে। ১৯৯০ সালের ৬ জুন অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচনে ছাত্রদল মনোনীত আমান-খোকন-আলম পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়েছিল। সেই নির্বাচনের তিন বছরের মাথায় নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করলেও সরকারবিরোধী ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতায় তা পণ্ড হয়ে যায়। এরপর প্রায় প্রতি বছরই ডাকসু নির্বাচনের জন্য কর্তৃপক্ষ 'দৃঢ়প্রত্যয়' ব্যক্ত করলেও তা আর অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৮ সালের মে মাসে সিন্ডিকেট ডাকসু ভেঙ্গে দিয়ে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে প্রতি বছর নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করারও পরেও এ পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। গত ১০ বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (চাকসু), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগঠন (রাকসু) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। গত দশকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের কয়েকবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সরকারি দলের ছাত্র সংগঠন ছাড়া অন্য কোন ছাত্র সংগঠন তাতে অংশ নেয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসুর স্মৃতি রক্ষা করে চলছে ডাকসু সংগ্রহশালা। এর সংগ্রাহক গোপাল চন্দ্র দাসের চোখে ডাকসু নির্বাচনের স্বপ্ন ভাসে। গত ১১ নভেম্বর সর্বশেষ ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান এমপি ও জিএস নাজিমউদ্দিন আলম এমপি ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষে ছুটে গিয়েছিলেন ডাকসু সংগ্রহশালায়। ডাকসুর দোতলা ক্যান্টিনে বিরাজ করছে ভুতুড়ে পরিবেশ।

সরকার পরিবর্তনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী যুগান্তরকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ডাকসু নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষি করা হবে বলে জানিয়েছেন। কোন ছাত্র সংগঠন ডাকসু নির্বাচনের সরাসরি বিরোধিতা করে না। তারা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির দাবি তোলে। সেই পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নতুন উপাচার্যের অঙ্গীকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চোখে ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে আশার আলো জ্বেলে দিয়েছে। এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি ব্যাচের মোট ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী একবারও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগহীনভাবেই তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন। আর কত শিক্ষার্থী এভাবে তাদের ছাত্রনেতা নির্বাচনের ভোট দিতে না পেরে শিক্ষাজীবন শেষ করবেন তা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তায় ভবিষ্যৎ জাতীয় নেতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল শূন্যতা।

ডাকসুর স্মৃতি রক্ষা করে চলেছে এই সংগ্রহশালা